শিল্পপতির ঘরে এনআইএ-এর তল্লাশি, মাও যোগের ইঙ্গিত !

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ দুর্গাপুরের বিধাননগরের বাসিন্দা শিল্পপতি সোনু আগরওয়ালের বাড়ি ও কাঁকসা থানার বামুনাড়া শিল্পতালুকের একটি আয়রন ও স্টিল কারখানায় মঙ্গলবার ভোর থেকে ম্যারাথন তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনআইএ। তাদের নিরাপত্তার জন্য এই দুই জায়গায় মোতায়েন ছিল সিআরপিএফ বাহিনীর জওয়ানরা। এনআইএ দুর্গাপুরের নিউটাউনশিপ থানা এলাকার বিধাননগরে শিল্পপতি সোনু আগরওয়ালের বাড়িতে ভোর ৪টে নাগাদ আসে। গোটা বাড়ি সিআরপিএফ বাহিনী ঘিরে ফেলার পরে বাড়ির ভেতরে ঢোকেন এনআইএ-র প্রতিনিধিরা। ঠিক এই সময় সোনু আগরওয়ালের কাঁকসা থানার বামুনাড়া শিল্পতালুকে থাকা বেসরকারি লৌহ ইস্পাত কারখানায় এনআইএ-এর প্রতিনিধিরা যান। সেখানেও সিআরপিএফ বাহিনীর কড়া নিরাপত্তা দেখা যায়। কারখানার

কোনো শ্রমিককে আর ঢুকতে বা বেরোতে দেয়নি এই কেন্দ্রীয় বাহিনীর নির্দেশে। অন্যদিকে বাড়িতে থাকা সোনু আগরওয়াল ও তার পরিবারের সদস্যদের ছাড়াও বাড়িতে যারা রান্না, বাগান তৈরির কাজের সাথে যুক্ত তাদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ চালায় এনআইএ-এর প্রতিনিধিদল। কড়া নিরাপত্তাবেষ্টনীতে থাকা বাড়ির ভেতরে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। সোনু আগরওয়ালের ব্যক্তিগত আইনজীবিরা তাদের বাড়িতে এলেও কেন্দ্রীয় এই গোয়েন্দা সংস্থার নির্দেশে সিআরপিএফ কর্মীরা তাদের ঢুকতে দেননি। ভোর রাত থেকে চলতে থাকা এই ম্যারাথন জেরার মাঝেই বিকাল ৫টা নাগাদ এক ব্যক্তি দুটি ব্যাগ নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে বসে চলে যান। কিন্তু কেই এই ম্যারাথন তল্লাশি কারখানায় ও শিল্পপতির বাড়িতে? সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, এই শিল্পপতি বিহারের মগধ ও ঝাড়খন্ডের আম্রপালির কয়লাখনি থেকে কারখানার জন্য কয়লা কিনতেন। সেই কয়লা আনতে গিয়ে মাওবাদীরা তাদের গাড়ি আটকে দেয় বলে জানা গেছে। সেই দুই মাওবাদী সংগঠনকে এই সোনু আগরওয়াল প্রায় ৬৮ লক্ষ টাকা দেয় বলে জানতে পারে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। এছাড়াও সোনুর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে তদন্তকারী গোয়েন্দারা ১০ হাজার সিঙ্গাপুরের অর্থ ও ১৩০০ মার্কিন ডলার উদ্ধার করেন।

এছাড়াও সোনু আগরওয়ালের সাথে বেশ কিছু প্রভাবশালীদের যোগাযোগ এবং সোনুর মারফৎ তাদের কারখানায় অর্থবিনিয়োগের কথাও জানতে পারেন এই ম্যারাথন জেরায়। দুই মাওবাদী সংগঠন তৃতীয় প্রস্তুতি কমিটি এবং পিউপিলস লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়াকে এই ৬৮ লক্ষ টাকা দেওয়া হয় তার ব্যাঙ্কের সমস্ত নথি, হার্ড ডিস্ক বাজেয়াপ্ত করা হয়। সোনু আগরওয়ালের বাড়িতে ও কাঁকসার কারখানায় ছাড়াও তার আরও বহু কারখানায় বুধবার একযোগে তল্লাশি চালায় এনআইএ। কেন্দ্রীয় এই গোয়েন্দা সংস্থা দিল্লীতে সোনু আগরওয়ালের নামে একটি অভিযোগ জানানোর পরে এই তল্লাশি অভিযানে আসেন।

পুড়িয়ে দেওয়া হল তৃণমূল কার্যালয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, গ লসি ঃ বুধবার ভোর রাতে গলসি ১নং ব্লকের আট পাড়ায় সমাজবিরোধীরা পুড়িয়ে দিল তৃণমূলের কার্যালয়। এই ঘটনা নিয়ে এলাকায় দেখা গিয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভায় তৃণমূল কার্যালয়ে। জেলা সভাপতির কাছে রিপোর্ট গিয়েছে এই কার্যালয় পোড়ানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ব্লকের পর্যবেক্ষককেও রিপোর্ট দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত চলছে। আটপাড়ার তৃণমূলের কার্যালয়ের সামনে রাত আড়াইটা নাগাদ সিভিক ভলেন্টিয়ার মোতায়েন ছিল প্রতিদিনের মত। তারা চলে যাওয়ার পরেই সমাজবিরোধীরা আগুন লাগায় বলে মত এলাকার শাসকদলের নেতাদের। সূত্রের খবর, এলাকার এক ব্যক্তি নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় দেখতে পান জনা দশেক দুষ্কৃতী দৌড়ে পালাচ্ছে। আর তার পরেই দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যায় তৃণমূল কার্যালয়ে। স্থানীয় তৃণমূল নেতা জাহির আব্বাস মন্ডল বলেন, আটপাড়ার তাদের দলের কার্যালয় থেকে নানা উন্নয়নমূলক এবং সামাজিক কাজ করা হচ্ছিল। এই কাজগুলির ফলে এলাকায় অসামাজিক কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনায় এলাকার কিছু সমাজবিরোধী ভাল চোখে নেয়নি। শাসকদলের এই কার্যালয় যদি বন্ধ করে দেওয়া যায় তবে আগের মত আবার সমাজবিরোধীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে এলাকা এই পরিকল্পনা করেই আগুন লাগিয়েছে এই সমাজবিরোধী গোষ্ঠী। শাসকদলের এই কার্যালয়ের পাশেই একটি দোতলা বাড়িতে আগুন লাগার আশঙ্কা দেখা যায় তবে দমকলের কর্মীরা দ্রুত আগুন নিভিয়ে ফেলার কারণে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে নি। খড়ের চালের এই তৃণমূল কার্যালয়ে আগুন লাগার ফলে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। গলসি পুলিশ জানিয়েছে তদন্ত চলছে।

দুর্গাপুরে গ্রেফতার ৩ সশস্ত্র দুষ্কৃতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ ফের দুর্গাপুর থানার পুলিশের জালে ৩ জন সশস্ত্র ডাকাত। বাগচাল হল ডাকাতির ছক। ধৃতদের বুধবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। গত দশ দিনে দুর্গাপুর থানার পুলিশ মোট ১২ জন কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেফতার করলো। উদ্ধার হল আগ্নেয়াস্ত্র। কয়েকদিন আগে দুর্গাপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়ের সামনের জঙ্গল থেকে ৫ জন সশস্ত্র দুষ্কৃতীকে ধরার পরে মেইনগেটে এলাকা থেকে ৪ জনকে ধরে। এবার ওয়ারিয়া ফাঁড়ির পুলিশ মঙ্গলবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা যাওয়ার যে মূল রাস্তা সেই লিঙ্ক রোডের পাশে একটি বেসরকারি স্কুলের পিছনে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া তিনজন ডাকাতকে ধরে ফেলে। এদের কাছ থেকে একটি ৯ এমএম পিস্তল উদ্ধার হয় এবং লোহার রড, হাতুড়ি পাওয়া যায়। ধৃতদের মধ্যে সাগর কর্মকার ও বাবা মূর্তি এই দুজন কুখ্যাত ডাকাত। আরও এক ধৃতের নাম গনেশ গরাই। পুজোর মুখে পুলিশের বাড়তি নজরদারির ফল মিলল হাতে নাতে। দুর্গাপুর থানা এলাকাতেই ধরা পড়ল ১২ জন ডাকাত। উদ্ধার তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) অভিষেক মোদি বলেন, পুজোর আগে এরা বিভিন্ন জায়গায় ডাকাতির পরিকল্পনা নিয়েছিল। এদের সেই প্ল্যান জানতে পারে পুলিশ। এদেরকে বুধবার আদালতে পাঠানো হয়। পুলিশের এই কড়া নজরদারি চলবে বলে জানানোর সাথে সাথে পুলিশের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয় সন্দেহজনক কাউকে এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখলে স্থানীয় থানায় খবর দিন নাগরিকরা।

২০ মাস কাজ নেই, মরিয়া পথে কর্মচ্যুত ইসিএল কর্মীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ দীর্ঘ ২০ মাস কাজ নেই। ইসিএল থেকে বারবার প্রতিশ্রুতি পেয়েও মেলেনি কাজ। উৎসবের আগে তাই মরিয়া কর্মচ্যুত ইসিএল-এর বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীরা পান্ডবেশ্বর এরিয়ার ৮টি কয়লাখনির কাজ বন্ধ করে দিল। এই ৮টি কয়লাখনিতে ব্যাপক পরিমাণ কয়লা উত্তোলন বন্ধ। বিপাকে পড়তে পারে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন কলকারখানা। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেড বা সংক্ষেপে ইসিএল-এর সমস্ত এরিয়ার অধীনস্থ কয়লাখনিগুলিতে নিরাপত্তার স্বার্থে একসময় কয়েক হাজার বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীকে বহাল করা হয় চাকরিতে। একসময় ক্ষতির মুখে চলে যাওয়া ইসিএল ঘুরে দাঁড়ায়। কিন্তু আজ থেকে প্রায় ২০ মাস আগে ইসিএল হঠাৎ এই বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীদের কাজ বন্ধ করে দেয়। বিরাট বিপাকে পড়ে কয়েক হাজার কর্মী ও তাদের পরিবারের লোকেরা। লাগাতার আন্দোলন চলতে থাকে। ইত্যবসরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাপুরে পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে এলে তার কাছে এই কর্মীদের হঠাৎ কাজ হারানোর কথা জানান পান্ডবেশ্বরের তৃণমূল বিধায়ক জীতেন্দ্র তেওয়ারি। মুখ্যমন্ত্রী জীতেন্দ্র তেওয়ারিকে বলেন, কর্মচ্যুতদের নিয়ে খনিগুলির সামনে বসে পড়তে। তারপরে আন্দোলন চলতে থাকলে ইসিএল-এর পক্ষ থেকে ৭টি এরিয়ার অধীনস্থ কয়লাখনিগুলিতে ফের এদের কাজে পুনর্বহাল করে। কিন্তু ৪টি এরিয়ার বিভিন্ন কয়লাখনিতে যারা কর্মচ্যুত হন তারা আর কাজে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ আজ অবধি পাননি। স্বাভাবিকভাবেই এই ৪টি এরিয়ার কর্মচ্যুত বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীরা ইসিএল-এর কাছে বারবার দরবার করতে থাকেন। ইসিএল তাদের শুধুই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কারণে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর আগে পান্ডবেশ্বর এরিয়ার মোট ৮টি কয়লাখনির মোট ৩৪৮ জন কর্মচ্যুত নিরাপত্তাকর্মী বুধবার এই ৮টি কোলিয়ারিতে যান এবং উৎপাদনের কাজ বন্ধ করে দেন। তারা কয়লাখনির শ্রমিকদের কাছে অনুরোধ করেন কাজ বন্ধ রাখার জন্য। খনিশ্রমিকরা প্রচ্ছন্নভাবে এদের সমর্থন করার কারণে পান্ডবেশ্বর এরিয়ার ৮টি কোলিয়ারিতে কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে আছে বুধবার সকাল থেকেই। পান্ডবেশ্বর এরিয়ার নিউ সাউথ শ্যামলা, কেন্দরা, মাখাই পুর, মাদারবনি, খোট্টাডিহি, এবি পিট, ফুলবাগান ও পান্ডবেশ্বর কোলিয়ারিতে কয়লা উত্তোলন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এই ৮টি কোলিয়ারিতে দিনে প্রায় মোট ১০-১২ হাজার টন কয়লা উত্তোলন করা হয়। যা বহু তাপবিদ্যুৎ কারখানা ছাড়াও বিভিন্ন কলকারখানায় পাঠানো হয়। বুধবার উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার কারণে এই সমস্ত কলকারখানাগুলি বিপাকে পড়বে। জাকির হোসেন নামক কর্মচ্যুত এক নিরাপত্তাকর্মী বলেন, আজ ২০ মাস আমরা কাজ পায়নি। কেবল প্রতিশ্রুতি মিলেছে। তাই আজ বাধ্য হয়ে পান্ডবেশ্বর এরিয়ার সমস্ত কয়লাখনি বন্ধ করে দিয়েছি। যতক্ষণ না আমাদের কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে আমরা আন্দোলন চালাব। এখনও পর্যন্ত এই আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবে চললেও যেকোনো সময় অশান্ত হতে পারে খনি অঞ্চলের পান্ডবেশ্বর।

অটোচালকদের রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ নবরাত্রির সূচনায় বুধবার রক্তদান শিবির হল মিশন হাসপাতালে। অটোচালকদের সংগঠন 'আমাদের পরিবহন সংস্থা'-এর ১৩ জন সদস্য রক্ত দিলেন। সকাল ১০.৩০ মি. থেকে শুরু হয়ে বেলা ১টা অবধি শিবির চলে।

প্লাস্টিক বর্জনে চটের ব্যাগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ ৪৩ নং ওয়ার্ডের ক্লাব সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে এবং কোকওভেন থানা এবং সুচেতনা নামক এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে নানা কর্মসূচি পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মেয়র দিলীপ অগস্তি, বিধায়ক বিশ্বনাথ পাড়িয়াল, ৪ নং বোরো চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পুলিশ কমিশনার লক্ষ্মীনারায়ণ মিনা এবং ডিসিপি অভিষেক মোদী-সহ কাউন্সিলরগণ। কোকওভেন থানার সহযোগিতায় ২৫০ জনকে

হেলমেট দেওয়া হয়। সুচেতনা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে ৪৩ জনকে বস্ত্র দেওয়া হয়। এছাড়াও গাছের চারা লাগানো হয়। এছাড়াও সরকারের নানা জনমুখী কাজের সূচনাও করা হয়।

মন্তেশ্বরের কাই গ্রামের দুর্গাদেবী মাগুর মাছের ভোগ খান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা ঃ অভিনব কাহিনী নিয়ে দুর্গাদেবী মর্ত্যে অবতরণ করে থাকে। এরকম এক কাহিনী রয়েছে মন্তেশ্বরের কাই গ্রামের দুর্গাপুজো ঘিরে। এখানে দেবী দেশকী মাতা হিসাবে সকলের কাছে পরিচিতি। দেবী দুর্গা পূজিত হন দেশকী মাতা নামে। আর নবমীতে দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয় মাগুর মাছের ভোগ। এদিনই হয় অন্ন মহোৎসব। অন্ন প্রসাদ খেতে গ্রাম থেকে গ্রামের মানুষ ছুটে আসেন এই পুজো উৎসবে। কালনা শহর থেকে মন্তেশ্বরের কাইগ্রামের দূরত্ব প্রায় ৬০ কিলোমিটার। মামুদপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এই গ্রামটির বেশিরভাগ মানুষই চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। গ্রামের সব থেকে বড় উৎসব এখানকার দুর্গাপুজো। আশ্বিনের পাকা ধান ঘরে উঠতেই পুজোর প্রস্তুতি শুরু করে দেন গ্রামের বাসিন্দারা। ঘরে ঘরে তৈরি হয় খই মুড়ি আর নারকেলের সন্দেশ। কথিত যে, ৪০০ বছরের অধিকাল সময় ধরে মন্তেশ্বরের কাই গ্রামের দুর্গাপুজো হয়ে আসছে। এই দুর্গাপুজো দেশকী মাতা নামে সকলেই চিনে থাকে। এক সময়ে ব্রহ্মচারী পরিবারের আর্থিক অবস্থার অবনতি হতে থাকায় এই পরিবারের সদস্যরা পুজো বন্ধ করে দিয়েছিল কিন্তু প্রাচীন ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন গ্রামবাসীরা। অর্থাৎ গ্রামবাসীদের যৌথ উদ্যোগে এই দেবীর

আরাধনা শুরু হয়। মাটির আটচালায় প্রতিবছর দুর্গাপুজো করেন গ্রামবাসীরা। গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে, পুরানো রেওয়াজ অনুযায়ী পুজো হয় বৈষ্ণব মতে। এই পুজোয় পশু বলি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। নবমীর দিন দেবীকে দেওয়া হয় মাগুর মাছের ভোগ। এদিন রাতে যাত্রাপালার আসর বলে গ্রামের বসু পরিবারের পুজো দেশকী মাতার পুজো নামে গ্রামে পরিচিত। দশমীর দিন সন্ধ্যায় দেবী দুর্গাকে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। বিজয়ার রাতে দেবী নিয়ে চলে শোভাযাত্রা। গ্রামের ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখতেই দেশকী মাতার পুজো হয়ে আসছে। এই পুজো টিকিয়ে রাখতে এলাকার মানুষ সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করে থাকে বলে জানিয়েছেন রাজীব লোটন চক্রবর্তী নামে এক বাসিন্দা। তাই পুজো ঘিরে প্রস্তুতি চলছে শেষ পর্যায়ে শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

পূর্বস্থলী থানা এলাকার চিঁড়ে কল শ্রমিক ইউনিয়নের শ্রমিকদের বোনাস ও মজুরি বৃদ্ধি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী ঃ পূর্বস্থলী থানা চিঁড়েকল শ্রমিক ইউনিয়নের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল বুধবার। ইউনিয়নের সম্পাদক চন্দন সাহা জানিয়েছেন যে, গত বছর চিঁড়ে, মুড়ি, খই কল শ্রমিকদের জন্য যে বোনাস এবং মজুরি বৃদ্ধি হয়েছিল এ বছরও বোনাস ও মজুরি বৃদ্ধি হল। ১৫ শতাংশ বোনাস বৃদ্ধি হয়েছে এবং মজুরি বৃদ্ধি হয়েছে ৫ শতাংশ। চন্দন সাহা আরও জানিয়েছেন যে, পূর্বস্থলী থানা এলাকার মধ্যে চিঁড়ের কল রয়েছে ২২টি। মুড়ি শিল্প রয়েছে দুটি। খই শিল্প রয়েছে দুটি। মুড়ি, চিঁড়ে ও খই শিল্পের সাথে যুক্ত রয়েছেন প্রায় আড়াই শতাধিক শ্রমিক। তবে শ্রমিকরা জানিয়েছেন যে, প্রতিবছর যেভাবে মজুরি বৃদ্ধি হচ্ছে এর ফলে সংসার চালানোর সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। তাই মালিকপক্ষ তাদেরকে নিয়ে আরেকটু মজুরি বৃদ্ধি করালে সংসার চালাতে সুবিধা হত বলে জানা গিয়েছে। তবে এখানকার চিঁড়ে, মুড়ি এবং খই ভিন রাজ্যে ও পাড়িদেয় বলে শ্রমিকরা জানিয়েছেন।

পন্ডিত বাড়ির দুর্গা খান পান্তা ভাত আর বাসি তরকারি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী ঃ হাতে মাত্র আর কয়েকটা দিন বাদেই শুরু হয়ে যাবে বাঙালির শ্রেষ্ঠ দুর্গাপুজো। আর এই দুর্গাপুজো ঘিরে রয়েছে এক এক জায়গায় দুর্গাদেবীকে ঘিরে এক একটা কাহিনী। কালনা মহকুমার পূর্বস্থলীর পন্ডিত বাড়ির দুর্গাদেবী ১৪ রকমের বাসি তরকারি আর পান্তাভাতের ভোগ খেয়ে কৈলাসে যাত্রা করেন। এটাই প্রধান বৈশিষ্ট্য ঐতিহ্যমন্ডিত ২০০ বছরের অধিক পুরানো পূর্বস্থলীর পন্ডিত বাড়ির দুর্গাপুজোর। পূর্বস্থলী থানা এলাকায় বহু দুর্গাপুজো হলেও পন্ডিত বাড়ির দুর্গাপুজো একটু আলাদা রকমের। এছাড়াও রয়েছে আলাদা একটা আকর্ষণ। সেই কারণেই পুজোর চার দিন এখানে ভিড় উপচে পড়ে। পুজো সম্পর্কে পরিবারের সদস্য বাম ইন্দু ভট্টাচার্য্য বলেন, পূর্ব পুরুষেরা সংস্কৃতি চর্চা ও শিক্ষকতা করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকতেন। সেই সময়টা থেকেই এলাকার মানুষ এই পরিবারকে পন্ডিত পরিবার বলে ডেকে আসছেন। পূর্বপুরুষ ধর্মপ্রাণ তারামন ভট্টাচার্য্য দেবীর পুজোর ব্যাপারে স্বপ্নাদেশ পান।

স্বপ্নাদেশে দুর্গাদেবী জানান, তার সাজ হবে সম্পূর্ণ মাটির। পুজো করতে হবে পরিবারের সদস্যদেরই দিয়ে। বহিরাগত কোন ব্রাহ্মণকে দিয়ে পুজো করানো যাবে না। সেই সঙ্গে দশমীর দিন পান্তা ভাত আর ১৪ রকমের বাসি তরকারি-সহ পিঠে পুলি দিয়ে ভোগের ব্যবস্থা করতে হবে। সেই থেকে এই

পরিবারে এই রীতি চলে আসছে। পরিবারের অন্য এক সদস্য পূর্ণ ভট্টাচার্য্য বলেন, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতেই থাকি। পুজোর আগেই বাপের বাড়িতে চলে আসি। দাদা ভাইয়েরা পালা করে পুজো পাঠ করেন। এই পুজোয় ছাগ বলি হয়। পুজোকে ঘিরে ২৪ দিন বাড়িতে প্রচুর হইহুল্লোড়, খাওয়া-দাওয়া হয়। ছোট থেকে বড় পর্যন্ত সবাই মেতে ওঠে প্রাণখোলা আনন্দে। তবে নবমীর রাত থেকে পরিবারের সকলের মন যথারীতি কান্নায় ভরে ওঠে আবার এক বছরের অপেক্ষা। নবমীর দিনে ১৪ রকমের তরকারি বানাতে হয়। কারণ পরের দিন পান্তাভাতের সঙ্গে এই বাসি তরকারি হবে মায়ের ভোগ। এরপরই মা এবছরের মত বাপের বাড়ি থেকে বিদায় জানাবেন। দশমীর দিন দেবী দুর্গাকে প্রণাম জানাতে পূর্বস্থলী এলাকার হিন্দু-মুসলমান সকলেই মিষ্টি-সহ নানাবিধ ফল, মুগের ডাল হাতে পুজোমন্ডপে উপস্থিত হতে দেখা যায়। এদিন সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ভুলে সকলেই হাজির হন পুজো মন্ডপে। সিঁদুর খেলা, মিষ্টি খাওয়া, কোলাকুলিতে মেতে ওঠেন সকলে এটাও এখানকার একটা বড় বৈশিষ্ট্য।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
রোগী দেখছেন :- স্পন্দন হেলথ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Ph: 9609538713, 9775781615, 03211- 255 222